।। মুখবন্ধ ।।

জৈনদর্শন বহু পূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্নাতক (দর্শন) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই এই দর্শনের প্রতি আগ্রহ অনুভব করি। সেই সময় বয়সের কারণেই হোক বা তত্ত্বের আকর্ষণে, জৈন রীতি-নীতি সামগ্রিকভাবে নীতিদর্শনের একটি দিগ্‌দর্শন বলে অনুভূত হয়েছিল। মনের মধ্যে এই সুপ্ত বাসনা লালন করেছিলাম যে, সুযোগ হ'লে এই দর্শনের তত্ত্বগুলিকে আমার দর্শন চর্চার মুখ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করব। কর্মজীবনে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হ'য়ে বহুদিনের লালিত সেই অভীপ্সা পূরণের সুযোগ হয়। ইতোমধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রমে জৈন নীতিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বিষয় নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। তারই ফলশ্রুতিতে এই নিবন্ধ রচনার প্রচেষ্টা। তবে এই নিবন্ধ রচনাকালে অনুধাবন করেছি যে, বিষয়টি দুরূহ এবং এর উৎসগ্রন্থগুলি সহজলভ্য নয়। সেজন্য ব্যক্তিগত সীমিত সামর্থের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আরও বিষয় এই যে জৈনদর্শন তথা ধর্ম এবং নীতি একে অপরের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এর থেকে শুধুমাত্র নীতিতত্ত্বকে পৃথক করে আলোচনা করলে তার সামগ্রিক চিত্রটি পরিস্ফূট হয় না। সেজন্য এই নিবন্ধ রচনাকালে এদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানার চেষ্টা করিনি। এতে জৈননীতিতত্ত্বের সামগ্রিক রূপটির যথার্থ প্রতিফলন অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে বলে আমি মনে করি।

এই নিবন্ধ রচনায় প্রথমেই আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. প্রদ্যোত কুমার মন্ডলের কথা স্মরণ করব যাঁর অনুপ্রেরণা ও সাহায্য ব্যতীত এই নিবন্ধ কোনভাবেই প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মী, জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং আমার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

পরিশেষে যাঁদের কাছে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য, আমার সেই কৃতবিদ্য দেবপ্রতিম অধ্যাপকসকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ

সাত্ত্বকী পোদ্দার ১৮.০৭.২০১১

(সাত্ত্বকী পোদ্দার)